

মেলা

আহসান হাবীব

ফুলের মেলা পাখির মেলা
আকাশ জুড়ে তারার মেলা
রোজ সকালে রঙের মেলা
সাত সাগরে ঢেউয়ের মেলা ।
আর এক মেলা জগৎ জুড়ে
ভাইরা মিলে বোনরা মিলে
রং কুড়িয়ে বেড়ায় তারা
নীল আকাশের অপার নীলে
ফুলের বুকে সুবাস যতো
বুকে-মুখে নেয় মেখে তাই
পাখির কলকণ্ঠ থেকে
সুর তুলে নেয় তারা সবাই ।
রাতের পথে পাড়ি যখন,
তারার অবাধ দীপ জ্বলে নেয় ।
রোজ সকালের আকাশপথে
আলোর পাখি দেয় ছেড়ে দেয়
সাত সাগরের বুক থেকে নেয়
ঢেউ তুলে নেয় ভালোবাসার ।
জগৎ জুড়ে যায় ছড়িয়ে,
যায় ছড়িয়ে আলো আশার ।
ভালোবাসার এই যে মেলা
এই যে মেলা ভাই-এর বোনের,
এই যে হাসি এই যে খুশি
এই যে প্রীতি লক্ষ মনের -
কচি সবুজ ভাই-বোনদের
আপনি গড়া এই যে মেলা,
এই মেলাতে নিত্য চলে
আপন মনে একটি খেলা ।
সারা বেলাই সেই এক খেলা
গড়বে নতুন একটি বাগান,
অনেক ফুল আর অনেক পাখি
সব পাখিদের আলাদা গান -
তার মাঝেই একটি সুরে
সবারই সুর যায় মিলিয়ে
এক দুনিয়া এক মানুষের
স্বপ্ন তারা যায় বিলিয়ে ।



শব্দার্থ ও টীকা

- মেলা - মিলন বা একত্র হওয়া। উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক মানুষের সমাবেশ। যেমন বৈশাখি মেলা, বই মেলা, কৃষি মেলা, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি।
- ‘আর এক মেলা
জগৎজুড়ে’ - পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরের মিলনের বা একতার উৎসবকে কবি অন্য এক রকমের মেলা বলেছেন।
- সুবাস - সুগন্ধ।
- নিত্য - রোজ।
- ‘তার মাঝেই
একটি সুরে
..... বলিয়ে’ - ভৌগোলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে মানুষেরা আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও মনুষ্যত্বের দিক থেকে সকল মানুষ এক। সেই এক মিলনের সুরে সবারই সুর মিশে যায়।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতার চেতনা জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

পৃথিবীর চারদিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তবে দেখতে পাই বাগানে ফুলের মেলা, গাছে গাছে পাখির মেলা আর আকাশে তারার মেলা। এ হলো প্রকৃতির জগৎ। অন্যদিকে পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের রয়েছে একটা আলাদা জগৎ। আর এটিও একটি মেলার মতো। আকাশের নীলের মধ্যে যে উদারতা রয়েছে, ফুলের মধ্যে যে পবিত্র সুবাস রয়েছে, পাখির গানের মধ্যে যে সুর রয়েছে সবই পেয়েছে শিশু-কিশোররা। প্রতিদিন আকাশ নিঙড়ে যে রোদ ওঠে, সেখান থেকে তারা নেয় জীবনের উত্তাপ, সাত-সাগরের বুক থেকে তারা নেয় ভালোবাসার টেউ। তাই তারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেয় নবীন প্রাণের আশার আলো। কচি সবুজ ভাইবোনদের হাসি-খুশির মধ্যে লক্ষ লক্ষ সবুজ মনের স্নেহ-প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে, দেশ-কালের সীমানা ভেঙে তারা অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে গড়তে চাচ্ছে একটি সুন্দর জগৎ, সাজানো বাগানের মতো সুন্দর পৃথিবী। এ পৃথিবী হবে সকল মানুষের জন্য একটা অভিন্ন পৃথিবী। পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরের ভাষা এক নয়। তবে সব পাখির গানের মধ্যে যেমন একটা সুরের ঐক্য আছে, তেমনি পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের মনের ভাষার মধ্যেও একটা মিল আছে। পৃথিবীর সব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে স্নেহ-ভালোবাসা পূর্ণ একটা সমাজ যদি গড়ে তোলে, তবে এ পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো বিবাদ থাকবে না। তখন পৃথিবী হবে একটা দেশ, মানবসমাজ হবে একটা পরিবার। তখন কত সুন্দর হবে এ পৃথিবী!

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি আহসান হাবীব। তিনি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে : ‘রাত্রিশেষ’, ‘ছায়াহরিণ’, ‘সারাদুপুর’, ‘আশায় বসতি’ ইত্যাদি। তাঁর লেখা শিশুতোষ গ্রন্থগুলো বেশ জনপ্রিয়। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কবি আহসান হাবীব ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. কবিতাটি নিয়ে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।
- খ. কবিতাটিতে ব্যবহৃত প্রকৃতিকেন্দ্রিক শব্দগুচ্ছের একটি তালিকা তৈরি কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাতের পথে পাড়ি দিতে শিশু কিশোররা কীসের আলো জ্বেলে নেয়?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. চাঁদের | খ. তারার |
| গ. প্রদীপের | ঘ. জোনাকির |

২. ‘আর এক মেলা জগৎ জুড়ে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- i মিলনের মেলা
- ii. একতার মেলা
- iii. রঙের মেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. সুন্দর সকাল। ফুলের সুবাস! রঙবেরঙের প্রজাপতি নবনীকে মুগ্ধ করে।

– উদ্দীপকে ‘মেলা’ কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে –

- ক. প্রকৃতির জগৎ
- খ. আরেকটা মেলা
- গ. আশার আলো
- ঘ. অন্তরের ভালোবাসা

৪. কিশোর মোরা উষার আলো আমরা হাওয়া দূরন্ত
মনটি চির বাঁধন হারা পাখির মত উড়ন্ত –

এখানে কিশোরদের ‘উষার আলোর’ সঙ্গে তুলনা করার দিকটি মেলা কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ,
কারণ শিশু-কিশোরদের –

- ক. পাখির গানের সুর আছে
- খ. অন্যরকম জগৎ রয়েছে
- গ. মনের ভাষা এক ও অভিন্ন
- ঘ. আশা ছড়াবার প্রাণশক্তি আছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। হেমন্তের এক পড়ন্ত বিকেলে এক বাউল নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। এক পাশে নদী। নদীতে ভেসে চলেছে রং-বেরঙের পালতোলা নৌকা। বাঁকে বাঁকে নানা রকমের পাখি উড়ছে। কোনোটি সাদা, কোনোটি কালো। আর এক পাশে ধানখেত। যতদূর চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। এমন মোহনীয় পরিবেশে বাউল তাঁর একতরায় সুর তোলে–

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

- ক. নীল আকাশে রং কুড়িয়ে বেড়ায় কারা?
- খ. ‘গড়বে নতুন একটি বাগান’– কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের বর্ণনায় ‘মেলা’ কবিতার যে বিষয়বস্তুর মিল পাওয়া যায় তার বর্ণনা দাও।
- ঘ. ‘বাউলের এই গানের মর্মকথাই তো মেলা কবিতার মূলভাব’। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।